মেহেরপুর জেলা পরিবেশন সমিতির ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা পরিবেশন সমিতির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল, দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে এই ইফতার মাহফিল, দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির সভাপতি হাসেম আলী।

জেলা পরিবেশন সমিতির সদস্য সোমেল রানার সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা পরিবেশক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসূল, চেম্বার অব কমার্সের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পরিবেশক সমিতির সহ-সভাপতি আকবর বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বদরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, দপ্তর সম্পাদক আবু হোসেন কাকন, মফিজুর রহমান, সদস্য সাদরুল ইসলাম নাহিদ, পলাশ প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় সকলের সম্মতিক্রমে ট্রান্সকম বেভারেজ গ্রুপ লিমিটেড এর পণ্য সেভেন আপ ও পেপসি কোম্পানি মেহেরপুর জেলা পরিবেশন সমিতিকে অবজ্ঞা করায় সেভেন আপ ও পেপসির সকল পণ্য মুজিবনগর উপজেলায় আগামী দুই এপ্রিল তারিখ থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সকল ব্যবসায়ীকে পণ্য ক্রয় বিক্রয় না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

মেহেরপুর জজশীপের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা জজশীপের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। কর্মশালাটির আয়োজন ও উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সনদ ও সৌজন্য উপহার প্রদান করা হয়।

গত বুধ ও গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের সম্মেলনে কক্ষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আদালতে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সহায়ক কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন সহ শৃঙ্খলা সাধন এবং কর্মচারীদের কাজের অগ্রগতি ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইন হাউজ প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক মো: শাহিনুর রহমান, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম এবং সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ নাহিদ হোসেন।

কর্মশালায় কর্মস্থলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কর্মচারীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়, অফিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি, পরোয়ানা গ্রহণ, ইস্যু, জারি, নেজারত কার্যক্রম, মামলার কার্যক্রম, সেরেস্তা ও রেকর্ড রুমে মামলা সংরক্ষণ, নকল দেয়ার নিয়ম কানুন, নথি বিন্যাস ও কোর্টে দাখিলী ডকুমেন্টস বিসয়ে এক্সজিবিট বা প্রদশর্নী চিহ্নিতকরণ বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর সনদ ও শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ করাতে সকলে ভারপ্রাপ্ত জেলা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাসের প্রতি ধন্যবাদ অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রশিক্ষনার্থীরা জানান এই ধরনের প্রশিক্ষণে তারা কর্মক্ষেত্রে অনেক উপকৃত হবেন। পাশাপাশি সনদ ও শুভেচ্ছা স্মারক চাকুরী জীবনের স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে উপকারভোগীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় পারিবারিক পুষ্টি নিরাপওায় বহুস্তরে সবজি ও ফলমূল উৎপাদনের লক্ষ্যে গাংনী ও বামুন্দী শাখার তেরাইল সাহারবাটি গ্রামের ৫০ জন উপকারভোগীর মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিতরণকৃত উপকরণ সমূহের মধ্যে ছিল-লালশাক, পুই শাক, কলমিশাক ও লাউ ইত্যাদি।

পাশাপাশি উপকারভোগীদেরকে উক্ত উপকরণ প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগণ ।

মেহেরপুর মাটি বহনকারি ট্রলির চাপায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছায় মাটি বহনকারি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির চাপায় সোহাগ হোসেন (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহাগ চৌগাছার গোলাম আলীর ছেলে।

নিহত সোহাগ হোসেনের স্বজনরা জানান, সোহাগ একটি সজনে গাছের

পাতা পাড়তে রাস্তা পার হচ্ছিল। এসময় পিছন দিক থেকে একটি দ্রুতগামী মাটি বহনকারি ট্রলি তাকে চাপা দেয়। এসময় সোহাগ হোসেনকে মূমুর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল মারুফ তাকে মৃত ঘোষনা করেন। শিশু সোহাগের মৃত্যুর খবর শুনে সোহাগের পিতা গোলাম হোসেন ও মাতা রেজিয়া খাতুন বার বার মুর্ছা যাচ্ছিলেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, ট্রলি চাপায় এক শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং ট্রলি চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, নিহত শিশুর পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আমঝুপিতে ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

‘ ‘সবারজন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরা, ঝরে পড়া রোধ ও বাল্যবিবাহ রোধে ইয়ুথ ফোরাম নানা ভাবে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করছে”। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে ইয়ুথ ফোরাম এর দায়-দায়িত্ব বিষয়ক প্লানিং ও ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয় ।

গনসাক্ষরতা অভিযান এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজজ্জামান সেলিম। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর ডেপুটি মনিটর নাফিজ আহম্মদ। সভায় মেহেরপুর জেলার সার্বিক শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষার বাস্তবতা, ঝরেপড়া রোধ, শিশুদের বিদ্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান, বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা, দিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং বাল্যবিবাহ রোধে ইয়ুথদের ভূমিকা বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা, প্রকল্পের সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ ও চাঁদ তারা সূর্য, গণমাধ্যম কর্মীসহ মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ, আমঝুপি ও বারাদী ইউনিয়নের যুব প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে পত্রিকাটিকে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে। জেলার শিক্ষা,শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়ন তুলে ধরে পথ্রিকাটিকে গণমানুষের মুখপাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দৈনন্দিন সংবাদের পাশাপাশি অনুসন্ধানমুলক সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকের হৃদয়ে ঠায় করে নিতে হবে। জেলার উন্নয়ন অনিয়ম দুর্ণীতি, কৃষি, শিক্ষা সার্বিক বিষয় তুলে আনারও তাগিদ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব মতামত তুলে ধরেন জেলার বিশিষ্টজনেরা।

গতকাল বুধবার (২৭ মার্চ) মেহেরপুর প্রতিদিনের সভাকক্ষে এই আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান শিল্পপতি এমএএস ইমন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরের শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার ধারণ করে মেহেরপুর প্রতিদিন ছয় বছর পার করে আজ ৭ বছরে পা রেখেছে,

এই শুভক্ষণে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও জানাচ্ছি। নানাধরণের প্রতিকুলতা পার করে আজ মেহেরপুর প্রতিদিন এখন আলোর পথে পৌছেছে। ইলেক্ট্রিনিক মিডিয়ার যুগে কাগজের চাহিদা কমে গেছে। কিন্তু তার পরেও কাগজের পত্রিকার চাহিদা রয়ে গেছে। আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সর্বহারাদের সেই যুগ থেকে আলোর পথে এসেছি। যে ছেলেটি রাতে বিছানা থেকে হারিয়ে যেতো সকালে পত্রিকার মাধ্যমে তার লাশের খবর পেতাম। সেই দুর্বিষহ অবস্থা এখন আর নেই। সেখান থেকে আমরা এখন অনেকদুর এগিয়ে এসেছি।

পৃথিবীর বড়বড় দেশগুলোতে এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া একটি যায়গায় পৌছেছে। সেখানে মানুষ কাগুজে পত্রিকা আর পড়তে চাইনা। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা গেছে কাগুজে পত্রিকা আগের যায়গাই আছে। আমরা যতই পার করিনা কেনো প্রয়োজনীয়তা আমাদের সবকিছু রয়ে গেছে। প্রকাশনার শুরুতে মেহেরপুর প্রতিদিন আমাদের সমাজের দর্পণ হিসেবে এসেছিল। আজকের বাস্তবতায় এই পত্রিকাটি ঠিক সেই যায়গায় আছে। মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সমাজে বড় বাধা মাদক, জঙ্গিবাদ ক্যসিনো। তারপরেও এগিয়ে যেতে হবে। সকল প্রকার দূর্ণীতি, অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। মেহেরপুরের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া জেলার সঙ্গীত, নাট্য, যাত্রাসহ নানাদিক তুলে ধরতে হবে, যাতে আগামীতে পত্রিকাটি জেলার মানুষের মনের অভাব দুর করে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বলেন, সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা খুব গুরত্বপূর্ণ কাজ। এটি সহজ কোনো কাজ নয়। এখানে অনেক কিছুই জানার আছে। কিন্তু আমরা নানা কারনে সেটি ধরে রাখতে পারিনি। ন্বাধীনতা উত্তরকালে এজেলাতে অনেক বিজ্ঞজন সাংবাদিকতা করে গেছেন। সাপ্তাহিক মুজিবনগর, পরিচয়, পশ্চিমাঞ্চল ও দৈনিক মেহেরপুর পত্রিকা প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু নানা কারনে সেগুলো টিকে থাকতে পারিনি। সেখানে মেহেরপুর প্রতিদিন নানা ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে আজ সপ্তম বর্ষে পা রেখেছে।

তিনি বলেন, অনলাইনের যুগে প্রিন্ট পত্রিকা আজ হুমকির মুখে। প্রিন্ট পত্রিকা প্রকাশ এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। কিন্তু নানা কারনে আমরা ধরে

রাখতে পারিনি। সাহষ সংগ্রাম সংকল্পের পথ ধরে পত্রিকাটি এগিয়ে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, এই জেলাতে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে।জেলাতে অনেকের টাকা পয়সা আছে। কিন্তু সেসব লোক অন্য যায়গায় খরচ করতে অভ্যস্ত। সাহষ, সম্পৃতি, সম্পর্কের সাথে অনেক দুর এগিয়ে যাবে এবং সমাজকে বদলে দেওয়া ও পরিবর্তন করাসহ সামাজিক, ভ্রাতিক, শিল্প, সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রত্যয় নিতে হবে।

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। ভয় করলে হবেনা, সাহষিকতার সাথে আগামীতে পত্রিকাটি তাদের স্বকীয়তা ধরে রাখবে। মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে মানুষের মন জয় করেছে। আগামীতেও বস্তুনিষ্ঠ, সত্য সংবাদ পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করবে।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, হাটিহাটি পাপা করে মেহেরপুর জেলাসহসহ আশেপাশের জেলাগুলোতেও যায়গা করে নিয়েছে পত্রিকাটি। পত্রিকাটি আগামীতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবে, দেশের উন্নয়ন তুলে ধরবে, শিক্ষা সংস্কৃতি তুলে ধরবে ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলবে।

তিনি বলেন, সততা ও সাহসিকতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরে। পত্রিকার মাধ্যেম মেহেরপুরের হারিয়ে যাওয়া বিষয়গুলো তুলে ধরবে এছাড়া জেলার উন্নয়ন তুলে ধরবে।

তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে অশুভ একটা ছায়ার মধ্যে পড়ে আছে। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এই প্রত্যাশা করছি।

বিশিষ্ট কবি ও প্রাবান্ধিকগাজি রহমান বলেন,মেহেরপুর প্রতিদিন অনেকটাই পরোয়া না করে চলে। মেহেরপুর প্রতিদিন শীরদাঁড়া খাড়া করে চলার প্রবনতা ধরে রেখেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ডোন্ট কেয়ার মনভোব লক্ষ করা যায় পত্রিকাটির মধ্যে।
আমরা কেউ বিদ্যাসাগর বা নজরুল হতে পারবোনা। তবে, তাদের অনুকরণ করতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমন বলেন,জনগনের মুখপাত্র শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হয়েছে মেহেরপুর প্রতিদিন। মেহেরপুর প্রতিদিন তিলে তিলে ছয় বছর পার করেই আজকের এই অবস্থানে পৌছেছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার সূতিকার মেহেরপুর জেলার পত্রিকা প্রকাশের পথচলা শুরুটায় ছিল নানা জটিলতা। তিনি বলেন এখন মিডিয়া ইমেজ নাই বললেই চলে। এখন ফেসবুকে পেজ খুলেই সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সততা ও সাহসিকতার সাথেই মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন হোটেল আটলান্টিকা, অনলাইন জুয়াসহ নানা অসঙ্গতি তুলে ধরায় অনেকে হোঁচট খেয়েছে তারা। মেহেরপুর প্রতিদিন তার স্বকীয়তা বজায় রেখে মেহেরপুরে একটি বিপ্লব ঘটাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরবে। ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য জেলার সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে অনুরোধ করেন।

সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম বলেন, শুরু থেকে মেহেরপুর প্রতিদিন অত্যন্ত সাহষিকতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। তারা কোনো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ঝোল টানাটানি করেনা। পত্রিকাটি আগামীতে দূঢ়তার সাথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অব আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সকল দৈনতা কাটিয়ে আগামীতে স্ব মহিমায় এগিয়ে যাবে।

৫ বছরে ১৬২ প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ ২৫৯ কোটি টাকা

ঐতিহাসিক মুজিবনগরখ্যাত মেহেরপুর জেলা এখন উন্নয়নে বাংলাদেশের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর এই জেলার অবকাঠামো উন্নয়নে দিনদিন পাল্টে যাচ্ছে সার্বিক উন্নয়ন।

বিশেষ করে জেলার শিক্ষাঙ্গনে এসেছে আমুল পরিবর্তন। মেহেরপুরের শিক্ষাখাতে গত ৫ বছরের উন্নয়নে জেলার তিনটি উপজেলা এখন স্বকীয় অবস্থানে পৌঁছেছে। সৃষ্টির নান্দনিকতায় জেলায় গড়ে উঠেছে সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর সুরম্য ভবন। একে একে গড়ে উঠেছে ১৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এখানকার সরকারি, বেসরকারি স্কুল কলেজের ৪ তলা ও বহুতল ভবনগুলি দৃষ্টি কাড়বে। এই তালিকাতে বাদ যায়নি জেলার দাখিল, কামিল ও ফাজিল

মাদ্রাসাও। অথচ, এক সময়ে জরাজীর্ণ ভবণগুলো সময়ের ব্যবধানে পেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, জেলার শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পে বিগত পাঁচ বছরে জেলায় ২৫৮ কোটি, ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ২২০ কোটি, ২৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোয়নের লক্ষে জেলার ১৮ টি নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (পূর্ত কাজ) মাধ্যমে জেলার ১৮ টি নির্বাচিত বেসরকারি কলেজের জন্য ২৬ কোটি ২২ লাখ ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ইতোমধ্যে ২৫ কোটি ৯৪ লাখ ৩৭ হাজার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোয়নের লক্ষে জেলার ১৮ টি নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (এ্যাপ্রোচ রোড) মাধ্যমে জেলার ১১ টি নির্বাচিত বেসরকারি কলেজের জন্য ৪৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৩০০০ স্কুল) শীর্ষক প্রকল্প (পূর্ত কাজ) এর আওতায় ৫৪ কোটি ৬৮ লাখ ২৯ হাজার টাকা ব্যায়ে জেলার নির্বাচিত ২০ টি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

নির্বাচিত ২০ টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৩০০০ স্কুল) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩ কোটি ৬৪ লাখ ৯৪ হাজার টাকা ব্যায়ে জেলার নির্বাচিত ২০ টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উর্দ্ধমুখী সম্প্রশারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জেলায় নির্বাচিত ২৩ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৯ কোটি ৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকা।

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উর্দ্ধমুখী সম্প্রশারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জেলায় নির্বাচিত ২৩ টি বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র

তৈরী ও বিতরণ করা হয়েছে। যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৫ কোটি ৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

নির্বাচিত ১২ টি মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১২ টি মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৯ কোটি ৭৪ লাখ ৯৮ হাজার টাকা।

কারিগরী অধিদপ্তারাধীন ৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ(টিএসসি) স্থাপন (প্রথম সংশোধিত) প্রক্ল্পের আওতায় ১৫ কোটি ৮২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যায়ে জেলায় একটি কারিগরী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি কলেজ সমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ (২০০ সরকারি কলেজ) শীর্ষক প্রক্ল্পের আওতায় ১৫ কোটি ১১ লাখ টাকা বরাদ্দে মেহেরপুরে সরকারি কলেজে কাজ করা হয়েছে।

নির্বাচিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন (৩২৩ সরকারি স্কুল) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ৮২ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

রাজস্ব খাতের আওতায় ৩৬ কোটি ৫১ লাখ ছয় হাজার টাকা বরাদ্দে সরকারি /বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের নতুন ভবণ নির্মানের (মাউশি) কাজ চলমান। ইতোমধ্যে ৪২ টি বিদ্যালয়ের বিল্ডিং কাজ শেষ হয়েছে।

রাজস্ব খাতের আওতায়১১ কোটি ৫৭ লাখ ৩৩ হাজার টাকা বরাদ্দে জেলার ১১ টি সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

রাজস্ব খাতের আওতায় ৪৪ লাখ ৯৭ হাজার টাকা ব্যায়ে সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (সরকারি কামাশি) শীর্ষক প্রকল্প একটি বিদ্যালয়ের নতুন ভবণ নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়া রাজস্ব খাতের আওতায় ৭ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ১কোটি সাড়ে ৪৭ লাখ টাকা বরাদ্দে মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে। রাজস্ব খাতের আওতায় বেসরকারি ৯৬ টি বিদ্যালয়ে ৮ কোটি সাড়ে ৪৭ লাখ টাকা ব্যায়ে সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে।

রাজস্ব খাতের আওতায় ১৫ টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৫৬ লাখ ৭৩ হাজার টাকা ব্যায়ে মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

মাওশির উদ্যোগে জেলার ৯০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯ কোটি ৫১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ব্যায়ে উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

মাওশির উদ্যোগে ৬১ টি সরকার ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২ কোটি ৬১ লাখ ১৭ হাজার টাকা ব্যায়ে আসবাব পত্র তৈরী ও বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যালস্কুল এন্ড কলেজেরজন্য ৭ লাখ ৮ হাজার টাকা ব্যায়ে আসবাব পত্রপ্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩ টি বেসরকারি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৪ লাখ ৪২ হাজার টাকা ব্যায়ে আসবাব পত্র প্রদান করা হয়েছে।

জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুরম্য বিল্ডিং তৈরী, সংস্কার ও আসবাবপত্র প্রদানসহ নানাবিধ উন্নয়ন করার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: রাকিবুল আহসান বলেন, আমাদের বিভাগের উন্নয়ন কাজগুলো স্বচ্ছতার সাথে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এতে সাংবাদিকদেরও সহযোগীতার কামনা করছি।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষক মারা গেছেন

পাঁচ দিন পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষক আসাদুল বিশ্বাস(৪৮)। বুধবার (২৭ মার্চ) সকালের দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।নিহত আসাদুল বিশ্বাস মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বিশ্বাস পাড়ার হানিফ বিশ্বাসের ছেলে ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী

শিক্ষক।

আমঝুপি গ্রামের স্কুল শিক্ষক ফয়জুল কবীর জানান, নিহত আসাদুল বিশ্বাস গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের কোলারমোড় নামক স্থানে মোটরসাইকেলযোগে রাস্তা ক্রস করছিলেন। এমন সময় অপর একটিদ্রুতগামী মোটরসাইকেল তাকে সরাসরি ধাক্কা মারে। এতে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন স্কুল শিক্ষক আসাদুল বিশ্বাস।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

সেখানেই আজ সকালের দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

মুজিবনগরে স্বাধীনতা দিবস পালিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে দিনটির শুভ সূচনা করা হয়।সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তব ও অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, উপজেলা নবাগত নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত, মুজিবনগরের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান সহ

মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা এ্যাড: রুত শোভা মন্ডল, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেব লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন,সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেন, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব, সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, উপজেলা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীবৃন্দ সহ উপজেলা আনসার ভিডিপি টুরিস্ট পুলিশ উপজেলা স্বাস্থ্য উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরে সকাল ৮ টায় মুজিবনগর উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত।

পরে মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এ সময় বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিএনসিসি এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শন করেন।

কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রোদর্শনের পরে বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা শেষে মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতপ পুস্পস্তবক অর্পণ এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করেছে মেহেরপুরের বিচার বিভাগ।

গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা জজ আদালত ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক বৃন্দ। এ সময় তাদের সাথে জাজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বককর সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস। এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ ১ম ও ২য় আদালতের বিচারক মোঃ শাহিনুর রহমান ও কবির হোসেন সহ জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারকবৃন্দ।

এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন জেলা জজ আদালতের নাজির উসমান গনি এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাজির আসাদুজ্জামান আসাদ।